জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের পদত্যাগ দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বন্ধ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন আন্দোলনকারীরা। এ ছাড়া আগামী ২১ নভেম্বরের মধ্যে আবাসিক হলগুলো খুলে দেওয়ার আলটিমেটাম দিয়েছেন তারা।

গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টায় দিকে ‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর’-এর

ব্যানারে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুরাদ চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে পুরনো প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

সমাবেশে জাবি ছাত্র ইউনিয়নের সহসভাপতি অলিউর রহমান সান বলেন, আমাদের শান্তিপূর্ণ ও যৌক্তিক এই আন্দোলনে হামলা করা হয়েছে। এর পর হল ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করেও এই আন্দোলন বন্ধ করতে পারেনি। শুধু দুর্নীতি নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন যে অচলাবস্থা সে জন্যই এই উপাচার্যের পদত্যাগ করা উচিত।

দর্শন বিভাগের অধ্যাপক কামরুল আহসান বলেন, এখানে যে আন্দোলন হচ্ছে তা বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষার আন্দোলন। প্রশাসন ভয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিলে আবারও সবাই আন্দোলনে আসবে। সরকারের উচিত তদন্ত প্রক্রিয়া দ্রুত চালু করে তা সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সচল করা।

বিক্ষোভ মিছিলে অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক খবির উদ্দিন, অধ্যাপক জামাল উদ্দিন রুনু, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শামীমা সুলতানা, অধ্যাপক তারেক রেজা, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খন্দকার হাসান মাহমুদ প্রমুখ।

এদিকে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বিকাল সাড়ে ৫টায় এক সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এতে আগামী ২১ নভেম্বরের মধ্যে আবাসিক হলগুলো খুলে দেওয়ার দাবি জানানো হয়। এ ছাড়া এ সময়ের মধ্যে উপাচার্য যেসব দাপ্তরিক কাজ করবেন তা অবৈধ বলে গণ্য হবে। হলগুলো খুলে দেওয়া না হলে কঠোর কর্মসূচি গ্রহণের হুমকি দেওয়া হয় সংবাদ সম্মেলনে।